REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১লা চৈত্র বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 14th March 1928. | ৪০শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ২৲ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন। ০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ৩৪ বৎসরের পরীক্ষায় **সর্ব্বপ্রকার** মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন শীত ও বসন্ত আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৲ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

কর্পূরাদিষ্ট ঘর করিয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১লা চৈত্র বুধবার ১৩৩৪ সাল।

কন্যাদয়ের প্রতিকার।

—০—

"দোষ কারু নয় গো মা,
স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

নিজের পাপের ফল আমরা আজ ভোগ করছি, নারীনির্য্যাতনে—তাঁহাদিগকে দাবিয়া রাখার ফলে—যে হলাহল উঠিয়াছে তাহার জ্বালায় আজ আমরা জর্জ্জরিত, সেই হলাহল 'কন্যাদায়'। এই বিষের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কত দাওয়াইর ব্যবস্থা না করিতেছি, কিন্তু রোগের নিদান অনুযায়ী ঔষধ না হইলে রোগ সারিবে কেন?

আসামে মেয়েরা শিল্প কার্য্য দ্বারা অনেক উপার্জ্জন করেন, সেইজন্য মেয়েদের বিবাহের ভাবনা ভাবিতে হয় না বরং পুরুষের বিবাহের ভাবনাই ভাবা প্রয়োজন। বাংলার মেয়েরা চরকা, তাঁত বা অন্যপ্রকার গৃহশিল্পে নিপুণা হইলে বরের পিতা ভাবী লাভের আশায় কন্যার পিতার শোণিত শোষণ করিবেন না, কাজে কাজেই কন্যাদায়ের প্রতিকার হইবে। কিন্তু বাংলাতে এ উপায়ে কতটুকু কার্য্যসিদ্ধি হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। কারণ উপার্জ্জনশীলা পুত্রবধূ পাইলেও বরের পিতা যে আরও কিঞ্চিৎ 'ফাউ' মারিবার চেষ্টা করিবেন না সে সম্ভবপর নয়, কারণ মেয়ের উপার্জ্জনরূপ ঔষধ 'কন্যাদায়ের' নিদানানুযায়ী ঔষধ নয়, তবে উহা দ্বারা যে অনেক উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তারপর কন্যার উপার্জ্জন বিচার করিয়া বিবাহ ব্যবসাদারী মাত্র—আজকাল যাহা চলিতেছে তাহারই পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। পরিবর্ত্তন ও সংস্কার ঊর্দ্ধগামী হওয়া চাই। এক দোকানদারীর প্রতিকার অন্য দোকানদারীর দ্বারা হওয়া খুব বাঞ্ছনীয় নয়—যদিও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মেয়ের গুণপনার দিক দিয়া দেখিলে উহাকে ঠিক দোকানদারী বলা চলে না, কিন্তু কার্য্যতঃ বিষয়টার টাকা আনা পাই এ গিয়া দাঁড়ানো খুবই সম্ভবপর।

আর এক উপায় আছে—তাহা আইন। সামাজিক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন তাহা আমরা পছন্দ করিনা—যদিও বিশেষ বিশেষ স্থলে তাহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আসল কথা এই যে আইনের দ্বারা পণ-প্রথা নিবারিত হইবে না—কারণ রোগের নিদান যাহা তাহার কোন খবরই এতে নাই। রোগের মূল নষ্ট করিবার চেষ্টা করা উচিত। আইন করিলে লাভ হইবে এই যে চুরি করিয়া পণ দেওয়া নেওয়া চলিবে—কারণ বস্তাপচা মাল (!) ঘুস দিয়া চালান দেওয়া চাইত'! তাহা না হইলে 'জাতিপাত' অনিবার্য্য! আরও বধূনির্য্যাতন প্রবলতর আকার ধারণ করিবে, তজ্জন্য অন্য আইনের প্রয়োজন এবং তস্য দোষ নিবারণের জন্য অন্য আইন ইত্যাদি অর্থাৎ রক্ত দূষিত হইলে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে চর্ম্মরোগ প্রভৃতি সারিলেও যেমন তাহা অধিকতর অনিষ্ট করে, এরূপ আইনও সেরূপ অনিষ্টের হেতু হইবে।

আজকাল আবার আত্মহত্যার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এতদিন মেয়েরাই তাঁহাদের পথ পরিস্কার করিতেন, এবার পুরুষরাও তাঁহাদের অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। আচ্ছা, সমস্ত জাতিটা যদি একদিন আফিং খেয়ে বসে তা'হলে কেমন হয়? কোনও ঝঞ্ঝাট থাকে না—সব সমস্যা, সব 'দায়ে'র প্রতিকার হইয়া যায়! আমাদের পক্ষে বোধ হয় উহাই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা।

আত্মহত্যা যাঁহারা করেন তাঁহাদের নিকট আর একটা পথ খোলা আছে এবং আমাদের মনে হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। যে সামাজিক পৈশাচিক ব্যবস্থার জন্য যন্ত্রণা ভোগ সেই ব্যবস্থার যাতে উচ্ছেদ হয়, তাহা করিলে শুধু একের নয় দশের আত্মহত্যা বোধ হয় তাহাতে বন্ধ হইতে পারে।

তিন আইনে নাভার মহারাজ।

—০—

নাভার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ গুরুচরণ সিং "মহারাজ" উপাধি হইতে বিচ্যুত হইয়া মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোডাইকেনাল নামক স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। তাহার নির্ব্বাসন রহস্য সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সকলের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে বোধ হয় তিনি স্বীয় ভৃত্য ও পারিষদ বর্গের সহিত কোডাইকেনালে বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি মান্দ্রাজের "স্বরাজ্য" পত্রের সম্পাদক মিঃ, টি, প্রকাশম্ মহাশয়, নির্ব্বাসিত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বঙ্গের বহু ভদ্র সন্তান এই ৩ আইনের প্রভাবেই, বিনা বিচারে, আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাস্থানে পুলিশের নজরবন্দীতে আটক আছেন।

বর্ত্তমান ব্যবস্থা।

কোডাইকেনালে যে বাটি মহারাজকে বাস করিবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ১০ ১২টী ছোট ছোট কক্ষ আছে। উহারই একটী কক্ষে নাভা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর একটি ভৃত্যকে লইয়া বাস করিতেছেন। তিনি একটী মাত্র ভৃত্যকে কাছে রাখিবার অনুমতি পাইয়াছেন। তাঁহার রন্ধন কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট একজন পাচকও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই ভৃত্য এবং পাচক ভিন্ন মহারাজের আর কোন পারিষদ নাই। ঐ বাটীতে সর্ব্বদা ১২ জন কনেষ্টবল মোতায়েন আছে, একজন ইনস্পেক্টর গুলিভরা পিস্তল সহ কনেষ্টবলগণের নেতা হিসাবে তথায় বাস করিতেছেন। কোডাইকেনালের সব-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টোকস নামক একজন এংলো ইণ্ডিয়ানের উপর মহারাজের কার্য্য কলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে তিনি প্রত্যহ আসিয়া মহারাজের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়া থাকেন। মহারাজ কোডাইকেনালে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলেন যে, তাঁহাকে বেড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বেড়াইবার জন্য মোটর গাড়ী দেওয়া হয় নাই। "হিতবাদী"

বঙ্গলক্ষ্মীর মামলা।

—০—

হাইকোর্টের দায়রায়, মাননীয় বিচারপতি মিঃ পেজের এজলাসে ৪৭ দিন শুনানীর পর, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মামলার শেষ হইয়াছে। এই মামলাতে; বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর জামাতা বসন্তকুমার লাহিড়ী এবং তাঁহার ভ্রাতা সুকুমার লাহিড়ী ও ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্গলক্ষ্মীর কেশিয়ার জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিলের টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ হইয়াছিল। বিচারপতি মহাশয় জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া বসন্তকুমার লাহিড়ীর প্রতি ৮ বৎসরের, ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৬ বৎসরের এবং সুকুমারের পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাবাস দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তাঁহার মামলা আপাততঃ বন্ধ আছে, পরে হইবে। বি, কে, লাহিড়ী যেরূপ ঘৃণিত অপরাধের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের কোনও ব্যারিষ্টার সেরূপ ঘৃণিত অভিযোগে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েন নাই।

অভাবনীয় ব্যাপার।

—০—

মালদহ জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামের ছটু সেখের স্ত্রী গত ২৬শে মাঘ তারিখে বিশ্বনাথপুর গ্রামে পিত্রালয়ে একটী পুত্র সন্তান ও ২৯শে মাঘ তারিখে (৩ দিবস পর) একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছে।

আজিমগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়।

—০—

আজিমগঞ্জ দাতব্য ঔষধালয়ের ডাক্তার বাবুর বিরুদ্ধে অনেক দিন হইতেই অনেক অভিযোগ শুনা যাইতেছিল। শুনা গেল কর্ত্তৃপক্ষগণের উক্ত ডাক্তার বাবুকে অবসর দেওয়ার মত হওয়ায় ডাক্তার বাবু স্বয়ং অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষগণ এইবার উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিবেন।

সুধায় গরল।

—০—

রামপুরহাটের সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌঃ সুলতান আহম্মদের এজলাসে মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত আড়াল গ্রামের শ্রীনলিনাক্ষ রায় "সঞ্জীবনী" মদ চোলাই করার অপরাধে ছমাসের শ্রীঘর বাসের ও ২০০৲ টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ পাইয়াছে। অর্থ দণ্ড না দিলে আর একমাস কারাবাসের আদেশ।

জঙ্গিপুর সংবাদের

ক্রোড় পত্র।

১লা চৈত্র বুধবার ১৩৩৪, ইংরাজী ১৪ই মার্চ্চ ১৯২৮।

বৃদ্ধের হাকিম দর্শন।

সেদিন সন্দীপের অতিরিক্ত মুন্সেফের আদালতে ১২০ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ গমন করিয়া বলে যে, সে জীবনে কখনও হাকিমকে দেখে নাই। তাহার বয়স ছয় কুড়ি হইয়াছে, কবে মরিয়া যাইবে, তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার হাকিম দেখিবার সাধ হইয়াছে। তাহাকে এজলাসে লইয়া গিয়া হাকিমকে দেখাইয়া দিলে, সে হাকিমকে সেলাম করিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল এবং ক্ষণকাল পরে তাঁহাকে পুনরায় সেলাম করিয়া লাঠিতে ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

লর্ড সিংহের স্মৃতিরক্ষা।

গত ৭ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার কর্পো রেশনের এক সভায় লর্ড সিংহের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায় তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য একটী কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছে।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

ব্রহ্মচারী আয়ুর্বেদিক ওয়ার্কস এর চাঁদ মার্কা পাঁচন

পুরাতন জ্বর তিনদিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণুগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি

[প্রতি শিশি ॥০ আনা।] এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে। [প্রতি শিশি ॥০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

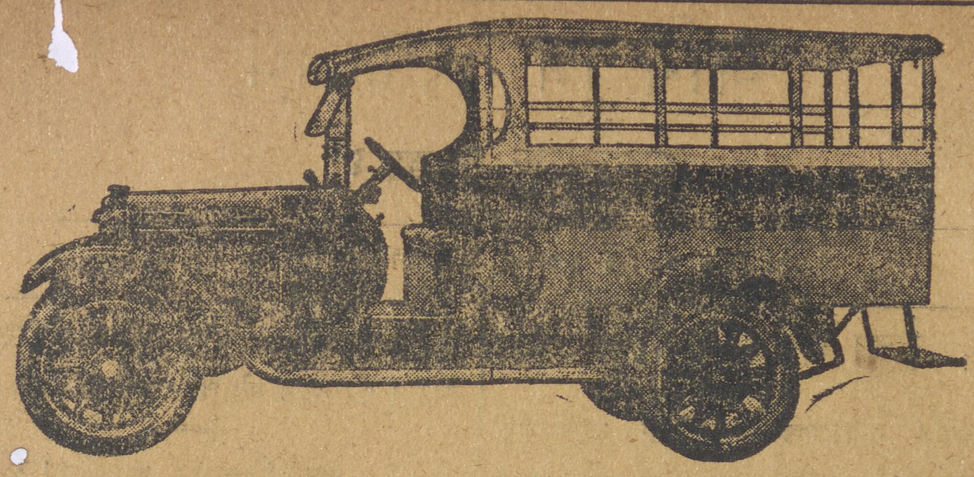

স্থ-সংবাদ!   স্থ-সংবাদ!   স্থ-সংবাদ!

আর ভাবিতেছেন কেন?

ঘরে বসিয়া কলিকাতার দরে মাল।

অর্থ উপার্জ্জনের চমৎকার উপায়, সামান্য পুঁজিতে লাভবান হইবার অদ্বিতীয় পন্থা, সখ মিটাইবার উপযুক্ত সময়।

মোটর কার,   মোটর বাস,   মোটর লরি!

ফোর্ড, চেভরলেট এবং উজ ব্রাদার্সের

যে কোন প্রকারের গাড়ী, নগদ বা ধারে যেমন ইচ্ছা পাইতে পারিবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অদ্যই পত্র লিখুন বা স্বয়ং দেখা করুন।

মুখার্জ্জী ব্রাদার্স, মোটরকার এজেণ্টস,
খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ।)

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

—•—

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দারিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১৷৹ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—
মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।
পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

মাভৈঃ!   মাভৈঃ!!

কলেরা বিজয়।

ভীষণ কলেরার জন্য ভীত হইবেন না। নিম্ন ঠিকানা হইতে কলেরা বিজয় নামক ঔষধটী সংগ্রহ করিয়া রাখুন। নিকটে কলেরা দেখা দিলে বা পাতলা দাস্ত হইলে ব্যবস্থামত ব্যবহার করাইয়া সকলকে উক্ত ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করুন। প্রারম্ভে সেবনে রোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। শিশু ও গর্ভিণী নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে। বহু পরীক্ষিত বলিয়া প্রতি গৃহে রাখিতে এবং সময়ে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অনুরোধ রক্ষা করিলে অর্থ নষ্ট ও শারীরিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবেন। অলমতি বিস্তরেন। মূল্য মাত্র ৷৹ আট আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাঃ শ্রীসীতানাথ দাস,
ই, এচ, পি, এণ্ড এচ, পি, পি।
হামরুল, রাজগাঁ, বীরভূম।
ব্র্যাঞ্চ:—রাজগাঁ, বীরভূম

এই মোকর্দ্দমায় আসামী পক্ষে সাফাই দেওয়া হইয়াছিল এবং সাফাই সাক্ষী করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য্য ও সুরথনাথ ভট্টাচার্য্য ফরিয়াদী পক্ষকে সমর্থন করিয়াছে। চিরকালই শোনা যায় যে শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল; কিন্তু এখানে উলটা বুঝলি রাম কেন হইল তাহা সাক্ষী নারায়ণই জানেন। বোধ হয় ব্রাহ্মণের অনাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এই সাক্ষী নারায়ণ ছদ্মবেশে আসিয়া উল্‌টা গাহিয়াছেন। উক্ত এজলাসে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জরুর নিবাসী শ্রীনলিনাক্ষ সেন গুপ্ত একই অপরাধে ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড দিবার আদেশ পাইয়াছে। এই আসামী দোষ স্বীকার করিয়াছিল।

আড়াল নিবাসী আর একজন ব্রাহ্মণ নগেন্দ্রনাথ রায় অপরাধ স্বীকার করিয়াও ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহার ঘরে নাকি জালা জালা "সুধা" পাওয়া গিয়াছিল।

দেশের চারিদিকে "সঞ্জীবনী" চোলাই ব্যবসা ভদ্রলোকের চর্ম্মাবৃত শুঁড়িগণ যেরূপ অবাধে চালাইতেছিল, তাহাতে এইরূপ দণ্ড না হইলে পল্লীগ্রামে মাতালের দল বাড়িয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা অধিক দাঁড়াইয়াছিল। সাধু সাবধান।

'ঢ়াঢ় দীপিকা।'

হোলির জের।

—•—

বিগত হোলির দিনে কলিকাতার পুলিশ বড়বাজার অঞ্চলে গোলমাল করিবার অভিযোগে প্রায় ৬০ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। বিচারে উহাদের ২৲ হইতে ৪৲ জরিমানা হইয়াছে।

স্পর্দ্ধা না ধৃষ্টতা?

—•—

আজকাল পেটেন্ট ঔষধের নাম শুন্‌লেই লোকে নাক সিট্‌কিয়ে থাকেন। পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কারক ও বিক্রেতাগণ নিজের ঢাক নিজে বাজাতে কসুর করেন না। বহুদিন ধ'রে ম্যালেরিয়ার কেন্দ্রস্থলে ম্যালেরিয়ার কারণ নির্দ্ধারণ ও চিকিৎসার জন্য বাস ক'রে ডাঃ আর, ব্যানার্জ্জি "জ্বরাঙ্কুশ" নাম দিয়ে ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কার ক'রেছেন। দাম মাত্র ॥৵০ আনা। সব ঔষধের চেয়ে এই ঔষধ ভাল এ স্পর্দ্ধা আমরা করি না। তবে বুক ঠুকে বড় গলায় ব'লতে পারি এত সুলভে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা যকৃত সংযুক্ত জ্বর, রক্তাল্পতা, কামলা প্রভৃতির উপকার হয় এমন ঔষধ বাজারে বিরল। এক শিশি ব্যবহার ক'রে এই ঔষধের উপকারিতাসহ আমাদের কথার সত্যতা পরীক্ষা করুন ইহাই প্রার্থনা। ডজন ৬৲ ছয় টাকা।

সোল এজেন্ট :—ব্যানার্জ্জি কোং।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—
কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।)

জবাকুসুম তেল

প্রস্তুতকালীন যে সব উপাদান মিশ্রিত হয় তাহার প্রত্যেকটীই কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী।

কেশ ও মস্তিষ্কের হিতসাধনের জন্য
'জবাকুসুম'ই ব্যবহার ক'রবেন।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯ কলুটোলা — — — কলিকাতা।

শুভ বিবাহ উপযোগী জামা ও কাপড়।

সকল শ্রেণীর সকল লোকের উপযুক্ত সকল রকম ফুলের নূতন নূতন ডিজাইন এর বেনারসী সাড়ী, পার্শী, বোম্বাই ও মাদ্রাজী সাড়ী, চেলি, তসর, গরদ, মটকা। সকল রকম দেশী তাঁতের কাপড়। জ্যাকেট, সেমিজ, মোজা, গেঞ্জী, রুমাল, তোয়ালে ইত্যাদি। যাঁহার যাহা আবশ্যক সমস্ত দ্রব্য একস্থানে বসিয়া একদরে পাইবেন। মূল্য বেশী কিম্বা অপছন্দ হইলে টাকা ফেরত দিয়া থাকি। মফঃস্বল অর্ডার যত্নের সহিত ভিঃ পিতে পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণলাল মনিলাল এণ্ড কোং

২০৭ ৩ হ্যারিসন রোড (বড়বাজার) কলিকাতা।

বিধাতার দান

না হইলেও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে পরীক্ষিত দ্রব্যটী ভগবানের প্রদত্ত বলিতে বাধা কি? ঐ জিনিষটী দ্বারা উহার আবিষ্কর্ত্তা জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এই দ্রব্যটী যাঁহার হস্তগত একবার হইয়াছে, তাঁহার নিকট ইহার গুণ বর্ণনা করা আবশ্যক করে না। যিনি এখনও উহার গুণ অবগত নহেন, তিনি উহা গ্রহণ করিয়া মনের কষ্ট লাঘব করুন। ঐ দ্রব্যটীর কি গুণ আছে শুনুন ঃ—

স্বপ্নদোষ, এককালিক ক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মাথাধরা, মাথা ঘোরা, অজীর্ণ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, পাকস্থলীর পীড়া, মেধাশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দূর করিয়া থাকে।

এই পদার্থটী হচ্ছে, "আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা"। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ১ কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
বৈদ্য শাস্ত্রী।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।
জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৷০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৷০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সল্যুসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য:

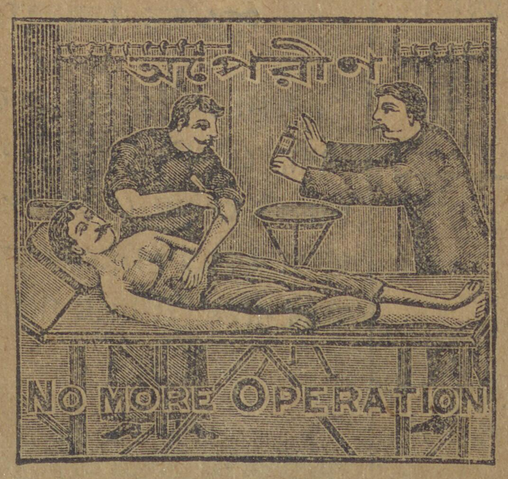

অপেরীণ।

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্‌।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

…নাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও … ত